সমকাল

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

শেকৃবি শিক্ষকের কুশপুত্তলিকা দাহ, ভাংচুর ছাত্রলীগের

■ শেকৃবি প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জের ধরে গতকাল রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) এক শিক্ষকের কুশপুত্তলিকায় আগুন দিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় অভিযুক্ত শিক্ষক উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আরফান আলীর অফিসকক্ষের সামনের নামফলকও ভাংচুর করে তারা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ৬ দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে মিছিল করে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেয়। তবে আরফান আলীর দাবি, ফেসবুকে ওই মন্তব্য তার নিজস্ব কোনো মতামত নয়। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে কে বা কারা এটা করেছে, তা তিনি জানেন না।

প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি

জানা যায়, নববর্ষের দিন নারীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাহমুদুল হাসানের এক ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে শিক্ষক আরফান আলী প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি করে একটি মন্তব্য করেন। ওই ঘটনায় সোমবার রাতে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করে শেকৃবি ছাত্রলীগ।

আরফান আলী ছুটিতে দেশের বাইরে থাকায় এ ব্যাপারে তার সরাসরি কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ১৩ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত তার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা অবস্থায় ছিল, যা ২১ তারিখে পুনরুদ্ধার করা হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবার কাছে ওই তারিখের মধ্যে তার অ্যাকাউন্ট থেকে সব কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান সমকালকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে অভিযুক্ত শিক্ষকের বেতন বন্ধসহ তার ছুটি বাতিলের সুপারিশ করতে শনিবার বিশেষ সিন্ডিকেট সভা ডাকা হয়েছে। এ ঘটনা তদন্তে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার আইডি হ্যাক হয়েছিল কি-না তা জানার জন্য আইটি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাদাত উল্লা জানান, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের নামফলক ভাংচুরের ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি নাজমুল হক জানান, কে বা কারা ভাংচুর করেছে, তা তার জানা নেই।